০১ অক্টোবর

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৬

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রতিপাদ্য বিষয়- **বয়স বৈষম্য দূর করুন**

সম্মানের সাথে প্রবীণদের সেবা দিন নিজেদের বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিন

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৬ আশ্বিন ১৪২৩
০১ অক্টোবর ২০১৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সব দেশেই প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠী সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের মেধা, মনন ও কর্মময় জীবনের পথ বেয়েই সভ্যতা ও উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে। তাই প্রবীণ ব্যক্তিদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদানসহ তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দেশের বিদ্যমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অবনতিশীল স্বাস্থ্য, আর্থিক দৈন্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে থাকেন। এতে প্রবীণদের মৌলিক ও মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রবীণরা যাতে সুখ-শান্তি এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অতীব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সরকার প্রবীণদের কল্যাণে বয়স্কভাতা, চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি এবং কল্যাণমূলক সংগঠন প্রবীণদের কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ধক্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ যে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন প্রবীণত্বকে বরণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Take a Stand Against Ageism' তথা 'বয়স বৈষম্য দূর করুন' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা এর মাধ্যমে প্রবীণদেরকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে কাছে টানার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য, স্বস্তিময় ভবিষ্যৎ এবং তাঁদের কল্যাণ কামনা করছি।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আব্দুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ১লা অক্টোবর পৃথিবীর সব দেশে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও প্রতি বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেতন এবং উদ্যোগী করে তোলা।

দেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা, চিন্তা-চেতনা এবং মানবিক, ধর্মীয় ও পারিবাররিক মূল্যবোধের আলোকে প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের সম্মানিত গুরুজন। ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণরা অতীতে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতেন। মূলত তারাই পরিবার তথা সমাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। তবে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় আজ ফাটল ধরতে শুরু করেছে এবং পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই প্রবীণরা আজকাল কিছুটা অযত্ন ও প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। এই প্রতিকূল অবস্থা হতে উত্তরণে সরকার দরিদ্র এবং অসহায় বয়স্কদের কল্যাণার্থে বয়স্ক ভাতার পরিমান এবং বয়স্ক ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া বয়স্কদের উৎসব ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠী আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা সামগ্রিকভাবে আমরা সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

প্রবীণদের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই হোক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি

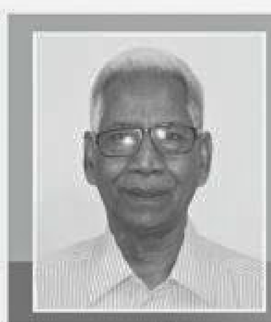

সভাপতি
বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত ১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রাক্কালে দেশের সকল স্তরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করছি। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে ১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবীণ জনগোষ্ঠী তাঁদের কর্মময় জীবন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ পরিবার, সমাজ গঠন তথা দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। প্রবীণদের যথাযথভাবে দেখাশুনা করা এবং তাঁদের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া রাষ্ট্র, পরিবার তথা সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রবীণদেরকে 'জ্যেষ্ঠ নাগরিক' হিসেবে ঘোষণা করা। তাই জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারসহ সর্বস্তরের মানুষের সুদৃষ্টি কামনা করছি। প্রবীণ দিবসের প্রাক্কালে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন,২০১৩ বাস্তবায়নে সচেষ্ট এবং একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আন্তজার্তিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তা আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একযোগে, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

প্রকৌশলী মোঃ নজরুল ইসলাম

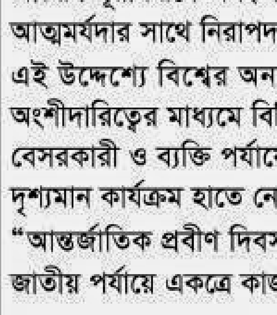

কান্ট্রি ডাইরেক্টর
হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাণী

১লা অক্টোবর "আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস"। প্রতি বছরের মতো এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্বসহ প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সচেতনতা তৈরী এবং তাঁদের প্রতি মানবিক ও সম্মানজনক অধিকার সংরক্ষণই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবীণ জনগোষ্ঠির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং এই বৃদ্ধির হার সমআয়ের অনেক দেশ থেকেও বেশী। প্রবীণদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও তা সমাধানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রবীণদের অধিকার আদায়ে, তাদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ দূরীকরণে এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে; যেন প্রবীণরা আত্মমর্যদার সাথে নিরাপদ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে পরিবার ও সমাজে বসবাস করতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সংস্থাটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রচেষ্টাকে বেগবান করার লক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে আরও উদ্যোগ গ্রহণ এবং সকলের অংশগ্রহণের পাশাপাশি সমন্বয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান কার্যক্রম হাতে নেওয়া ও তা বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

"আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস"-এ সকলের প্রতি আহ্বান, আসুন প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে একত্রে কাজ করি এবং প্রবীণবান্ধব সমাজ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি।

নির্ঝরিনী হাসান

বয়স বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান
মহাসচিব, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
ই-মেইলঃ atiq_du2008@yahoo.com

জাতিসংঘের আহ্বানে ১৯৯১ সাল হতে প্রতি বছর ১লা অক্টোবর বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে - আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এবছর ২৬তম প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- Take a Stand Against Ageism. অর্থাৎ, বয়স বৈষম্য দূর করুন। অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সকলকে নিয়ে এক সুন্দর বিশ্ব-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই জাতিসংঘের এই উদাত্ত আহ্বান। আজকের এই সুন্দর সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুনিপুণ কারিগর প্রবীণজনেরা। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে প্রবীণদের উপস্থিতি এবং অবদান অত্যন্ত সরব, বলিষ্ঠ এবং প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সকলেই আজ প্রবীণ। কেবলমাত্র বয়সের দোহাইতে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ-প্রবীণাদের ব্যক্তিগত স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, আত্মতৃপ্তি, সেবাযত্ন এবং দেখভালের বিষয়টি মারাত্মক বৈষম্যের সম্মুখীন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিবেচনায়, কেবলমাত্র বয়সের অজুহাতে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে পৃথক করা বা একচোখামিতে দেখাই হচ্ছে বয়সবৈষম্য (Ageism)। বিভিন্নভাবে প্রবীণদের সাথে এটি করা হয়ে থাকে। যেমন, তাঁদেরকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা, অসম আচরণ করা, পার্থক্যপূর্ণ সাংগঠনিক নীতি প্রণয়ন করা ইত্যাদি। বয়স বৈষম্য মানব সমাজের অন্যতম একটি নেতিবাচক, অগণতান্ত্রিক, অমানবিক এবং অনৈতিক প্রভেদক। প্রতিজন মানুষ এর শিকার হচ্ছে; কিন্তু কেউই এটি নিরসনে যৌক্তিক পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। সমাজের চোখে বয়োবৃদ্ধ হওয়া যেন একটি মহাঅপরাধ! বয়স্ক হলে প্রথমেই তাঁকে চাকরি হারাতে হয় এবং তাঁর আয়-উপার্জন হঠাৎ করে উবে যায়। পেনশন নামক আধাখেঁচড়া খোরাকি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বহিষ্কার করা হয় সমাজ, সভ্যতা, সংস্থা আর আইনের সফল কারিগর পরম শ্রদ্ধেয় প্রবীণদেরকে! দুর্বল স্বাস্থ্য আর উপার্জনহীণ একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে স্বজন, সমাজ, সংসার, কর্মস্থলসহ সকলের কাছে অবহেলা, উপেক্ষা, দুর্ব্যবহার এবং নানা নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। হাসপাতাল-ক্লিনিক, ব্যাংক-ডাকঘর, ঋণদান-বীমা প্রতিষ্ঠান, পেনশন তোলার কেন্দ্র, চিত্তবিনোদন স্থলসহ সকল গণসেবা কেন্দ্রে তিনি আর মোটেই সমাদৃত হননা। পেশাজীবীসহ সকলের কাছেই তিনি যেন অনাহূত, অসমাদৃত এবং উটকো ঝামেলা বিশেষ। কেউই তাঁকে গুরুত্ব দিয়ে সেবা দিতে আগ্রহী হয়না, এড়িয়ে যেতে চায়, তাঁর অধিকার এবং ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে মোটেই উৎসাহ বোধ করেনা। কারণ তাঁর দোষ তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ! নৈতিকতা, ধর্ম, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং সামাজিক সুবিচারের দৃষ্টিতে প্রবীণজনের সাথে এধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আমরা ভুলে যাই যে, বেঁচে থাকলে সকলকে প্রবীণ হতেই হবে। আনুষ্ঠানিক কাজে যারা জড়িত নন বা ছিলেন না তাঁদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। শেষ বয়সে প্রাপ্ত বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক আচরণ সত্যই অত্যন্ত বেদনা বিধুর। সকলেরই উচিৎ এই ব্যাপারে অবহিত, সচেতন এবং সক্রিয় হওয়া।

আধুনিক মানুষের অন্যতম প্রধান অর্জন হচ্ছে তার গড় আয়ু বৃদ্ধি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যে বর্তমান বিশ্বে মানুষ প্রায় ১২০ বছর পর্যন্ত দেশে ৬০ বছর বয়স হলেই তাঁকে প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন বলে সন্মানিত করার ঘোষণা দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সিনিয়র সিটিজেন হবার পরও এখন অনেক বছর বেঁচে থাকা যায়! কিন্তু কেমন সেই জীবন? ভেবেছেন কি? অবশ্যই ভাবা দরকার। কারণ, এই দিন দিন না আরও দিন আছে, এই দিন টেনে নিবে সেই দিনের কাছে! জাতিসংঘ ঠিকই বলেছে, জীবনের সাথে আমরা অতিরিক্ত বছর যোগ করতে পেরেছি; কিন্তু বাড়তি এই বছরগুলোতে জীবন যোগ করতে পারিনি!

বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন। আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ প্রবীণদের সংখ্যা হবে প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ, ২০৫০ সালে প্রায় সাড়ে চার কোটি এবং ২০৬১ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। ২০৫০ সালের দিকে এদেশের ২০ শতাংশ নাগরিক হবেন প্রবীণ এবং শিশু জনসংখ্যা হবে ১৯ শতাংশ! আরও লক্ষণীয় তথ্য হোল, বিশ্বের সর্বত্র অতি প্রবীণদের (৮০ বছর+) সংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত হারে! প্রবীণরা যে দ্রুত বাড়ছেন তাই নয়; এঁদের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সক্ষমতা ক্রমেই গভীর সংকট এবং তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। প্রবীণদেরকে মান্য করা, গুরুত্ব দেয়া, তাঁদের পরামর্শ নেয়া এবং দেখভাল করা ইত্যাদি ছিল এদেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। কিন্তু জনমিতিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর, আধুনিকায়ন, ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির নানা চাপে-তাপে প্রবীণরা আজ বাংলাদেশেও যেন অরক্ষিত, অসহায়, অভাবী, বিচ্ছিন্ন এবং নানামুখী বৈষম্য এবং দুর্ব্যবহারের জ্বালায় ত্যাক্তবিরক্ত।

সত্যি বলতে, প্রবীণরাও চান সুস্বাদু খাবার খেতে, ঘুরতে-বেড়াতে চান, তাঁদেরও ইচ্ছে হয় কেউ তাঁদের খেয়াল রাখুক, খোঁজখবর নিক, ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিক, সময়ের সাথি হোক। কিন্তু অন্য বয়েসিরা তা বুঝতে চায়না, সহযোগিতাও করেনা। ফলে নানা ঝক্কিঝামেলা আর বিড়ম্বনা সয়েসয়েই প্রবীণদের শেষ জীবন পার করতে হয়। কাঙ্খিত সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গের অবহেলা এবং উদাসিনতা তাঁদেরকে বড়ই আহত করে। এসময়ে সমর্থ স্বামী/স্ত্রী পাশে থাকলে প্রবীণের মানসিক অবস্থা অনেকটাই সবল থাকে, তাঁরা বল-ভরসা পান। সত্যিকার অর্থে, শয্যাশায়ী অসুস্থ এবং অতি প্রবীণ ব্যক্তির উপযুক্ত সেবায় প্রয়োজন একজন পেশাদার সেবিকা। এতে করে প্রদত্ত সেবা যেমন হয় মানসম্মত, সেবা গ্রহীতা প্রবীণও পান মানসিক স্বস্তি। আমাদের সমাজে প্রবীণনিবাস সম্পর্কে খানিকটা ভুল ধারণা আছে। প্রবীণদের দেখভালে আমরা সন্তানের আবেগপূর্ণ মমতা আর পারিবারিক সেবাযত্ন আশা করে চলেছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, পরিবার পরিকল্পনার আওতায় বর্তমানে নাগরিকদের সন্তান সংখ্যা ১/২ জনে নেমে এসেছে। নারীসহ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশ্বময় সকলের ক্ষেত্রে অবারিত হবার কারণে সন্তানরা এখন মাতাপিতার থেকে দূরে- অনেক দূরে চলে যায়। পাশাপাশি, আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণকারীদের অনেকেরই ভালো পরিমাণে পেনশনের অর্থ মাসেমাসে হাতে আসে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে স্বতন্ত্র বাসায় বসবাস করার মতো আয়োজন, ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা আমাদের দেশ-সমাজ-সংস্কৃতিতে এখনও গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, হতদরিদ্র প্রবীণদের আবাসনসহ মৌলিক প্রয়োজন মেটানো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে সক্ষম ও সচ্ছল অথবা অতিদরিদ্র প্রবীণ প্রবীণারা কোথায়, কার সাথে এবং কীভাবে থাকবেন তা কি আমরা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করি?

বার্ধক্যের নানা দুরাবস্থা মোকাবেলায় প্রতিজন প্রবীণের প্রয়োজন পর্যাপ্ত টাকা পয়সা; যাদিয়ে তিনি দরকারি পেশাদারী চিকিৎসা ও পরিচর্যা, উপযোগী খাদ্য, ওষুধ, পথ্য, বিছানা, বিনোদনসহ সকল আয়োজন নিশ্চিত করতে পারবেন। এগুলো ছাড়াও প্রবীণ প্রবীণার একান্ত চাহিদা হোল সমবয়সীদের উপস্থিতি এবং স্বস্তিময় জীবন যাপনের প্রয়োজনে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে উপর্যুক্ত সবকিছু নিজ বাড়িতে বসে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ নিজেদের বাসাবাড়িতে প্রবীণ পিতামাতার দেখভালের জন্যে সন্তানসন্ততির সংখ্যা বা উপস্থিতি যেমন কম, তেমনি সেবাদানকারী মানুষ যোগাড় করা খুবই কঠিন; আর পেশাদার ডাক্তার-নার্স পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবীণ নিবাস হচ্ছে সবচেয়ে ভাল বিকল্প এবং সময়ের দাবী। যেখানে প্রতিজন প্রবীণ ব্যক্তির খাদ্য ও পুষ্টি, পেশাগত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সাহচর্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, ধর্মচর্চা ও বিনোদন, যাতায়াত ও সামাজিক যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানসহ বিশেষকরে অতি বার্ধক্য মুহূর্তে (৮০ বছরের উর্ধ্বে, মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতায়, চরমভাবে বিছানায় পড়ে গেলে) সকল চাহিদা পূরণের ন্যূনতম নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকবে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের পরিবার সদস্যদের সাথে নানা কারণে প্রবীণদের পক্ষে মানিয়ে চলা এখন আর সম্ভবপর হচ্ছেনা। বাস্তবতা অনুযায়ী কেবল ভাববাদী বা মুখের কথা বা লোক দেখানের জন্যে নয়, বরঞ্চ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হয়ে অধিকার ও পেশাদারীত্ব এবং মূল্য বিনিময়ভিত্তিক পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবীণনিবাস বা সেবাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, এখন থেকেই। এতিমখানা এবং হোস্টেল যেমন এক কথা নয়, তেমনি বৃদ্ধাশ্রম এবং প্রবীণ নিবাসও এক পর্যায়ের নয়। এদেশে কখনই বৃদ্ধাশ্রম গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সচ্ছল প্রবীণ এবং পেনশনধারীদের উপযুক্ত বিকল্প হোল প্রবীণ নিবাস। আফসোস, ১ কোটি ত্রিশ লাখ প্রবীণের জন্য বর্তমানে এদেশের প্রবীণ নিবাসগুলোতে সাকুল্যে হাজার দুয়েক প্রবীণপ্রবীণার জন্যে আবাসন আছে!

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সরকার যথেষ্ট প্রবীণ-বান্ধব। বর্তমান প্রবীণ দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে মাত্র ১২.৫০ কোটি টাকা দিয়ে প্রবর্তন করা হয় পূর্ণ জেন্ডার সমতায় বিশ্বনন্দিত বয়স্কভাতা কর্মসূচি। বর্তমানে এই কর্মসূচির আকার ১৮৯০ কোটি টাকায় এসে পৌঁছেছে। প্রতিমাসে ৫০০.০০ টাকা হারে মোট ৩,১৫০,০০০ জন প্রবীণ এই ভাতার সুবিধা পাচ্ছেন। সরকার প্রদত্ত অন্যান্য সুরক্ষা কর্মসূচি, যেমন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদির সুবিধাও বেশ কিছু প্রবীণ গ্রহণ করছেন। প্রবীণদের অধিকার, স্বার্থ এবং সার্বিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষে বর্তমান সরকার অনুমোদন করেছে বহু প্রতীক্ষিত প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা- ২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন- ২০১৩। পাশাপাশি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন প্রণয়নের বাস্তব প্রক্রিয়া চলছে।

নাগরিক হিসেবে সরকারী আয়োজনে সহযোগিতা করে সকলকেই খেয়ালে রাখতে হবে যে, বার্ধক্য হচ্ছে আমার একান্ত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ। আর তা মোকাবেলায় আমাকেই দায়িত্ব নিয়ে হতে হবে সচেষ্ট, দূরদর্শি এবং যত্নবান। নিতে হবে যথাযথ উদ্যোগ, প্রস্তুতি ও যোগাড়যন্ত্রের। পরিবার ও সমাজে উপস্থিত প্রবীণপ্রবীণাদের সেবায় উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালনে এবং নিজেদের কর্মময় বার্ধক্য অতিবাহিত করায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের নিতে হবে সফল ও লাগসই প্রস্তুতি। এক্ষেত্রে এদেরকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবেন সন্মানিত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধিগণ। আবার, ৫৯/৬০ বছর বয়েসে অবসর গ্রহণকারী বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ আরও ১০/১২ বছর দিব্যি শক্ত-সমর্থ থাকেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উপযুক্ত বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এঁদের সক্ষমতা কাজে লাগানো গেলে দেশ ও সমাজ যেমন উপকৃত হবে, এঁরাও সন্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারবেন।

সম্প্রতি ভাবনা এসেছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তার কৌশল হিসেবে সার্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের। প্রবীণদরদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারও এধরণের আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলনের কথা ভাবছে। যিনি বাংলাদেশের প্রবীণদের কল্যাণে বিশ্বনন্দিত যুগান্তকারী বয়স্কভাতা প্রচলন করেছেন, সেই মহৎ হৃদয়ের আলোকিত জাতীয় নারীর পক্ষেই সম্ভব আমাদের শেষ বয়সের নিরাপত্তায় সার্বজনীন নাগরিক পেনশন ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। পাশাপাশি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইনের খসড়া প্রণয়ন করে তা চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতায় এই কাজেও গতিশীলতা আসবে এবং আইনটি প্রণীত হবে; হবে এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

আসুন জাতিসংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরাও দেশকে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান এবং সর্বোপরি বয়সের বৈষম্য মুক্ত রাখি এবং একসাথে মিলেমিশে বসবাসের উপযোগী অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। এতে করে আপনি থাকবেন আর আমরাও খুব ভালো থাকবো।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ আশ্বিন ১৪২৩
০১ অক্টোবর ২০১৬

বাণী

জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের মত বাংলাদেশেও গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে ১লা অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- "বয়স বৈষম্য দূর করুণ (Take a Stand Against Ageism)" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী বা সিনিয়র সিটিজেন প্রতিটি দেশের মোট জনসংখ্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবীণ জনগোষ্ঠী তাঁদের কর্মময় জীবনে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে দেশ তথা নিজ নিজ পরিবার ও সমাজ গঠনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। প্রবীণদের জীবনসায়াহ্নে তাঁদের যথাযথভাবে দেখাশুনা করা এবং কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া রাষ্ট্র, পরিবার তথা সমাজের অবশ্য কর্তব্য।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রবীণদের সুরক্ষায় আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। আমি আশা করি, সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রবীণ-নবীন সকলে মিলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়বো- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি এবং আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

লক্ষ কোটি প্রবীণের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আজকের সমৃদ্ধ বিশ্ব। তাদের এ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে দেশে দেশে প্রবীণদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জাতি, গোষ্ঠী, শ্রেণি, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সমঅধিকার প্রাপ্ত। মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানবিক সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে প্রবীণ জনগোষ্ঠীও সমঅধিকার ভোগের দাবিদার।

আজকের প্রবীণ একদিন নবীন ছিলেন এবং আজকের নবীনই আগামী দিনের প্রবীণ। প্রবীণদের সেবায় এদেশের জনমানুষের ভূমিকা সারা পৃথিবীর তরুনদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। এ লক্ষে সরকার প্রবীণদের সেবা, পরিচর্যা ও কল্যাণ বিধানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেশ কিছু বেসরকারী সংগঠনও এ ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকার এসব সংগঠনকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিচ্ছে।

আসুন, বিশ্ব প্রবীণ দিবসে আমরা দেশের বিবেকবান, সচেতন জনগণ এবং অন্যান্য সকলকে নিয়ে প্রবীণদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করি যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠী একটি মানবিক ও মর্যদাপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান পায়।

বিশ্ব প্রবীণ দিবসে সকল প্রবীণদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

বাণী

প্রতি বছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পৃথিবীর প্রায় সব দেশে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও প্রতি বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এর মুল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণজনদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করনে সকলকে সচেতন এবং উদ্যোগী করে তোলা।

দেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা, চিন্তা-চেতনা এবং মানবিক, ধর্মীয় ও পরিবারারিক মূল্যবোধের আলোকে প্রবীণ ব্যক্তিগণ আমাদের সম্মানিত গুরুজন। প্রবীণরা আমাদের পরিবার ও সমাজে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবন-যাপন করছেন এবং তারাই পরিবার তথা সমাজে মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন- এটিই আমাদের সমাজ জীবনের সৌন্দর্য, এটিই আমরা বজায় রাখতে চাই। সরকার প্রবীণজনদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। বয়স্কভাতার পরিমান ও ভাতাভোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণজনদের জন্য সরকারি সামাজিক নিরাপত্তার বৃত্তটি প্রতিবছর বাড়ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)

আয়োজনে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:
বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান
HelpAge International
European Union